৫ ছাত্রী সাসপেন্ডের নি

ফুলপরীকে নির্যাতন

স্টাফ রিপোর্টার ॥ কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) ছাত্রীকে নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্ত অন্তরা, তাবাসসুম, মীম, ঊর্মি ও মোয়াবিয়াকে সাময়িক বহিষ্কারের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। সেই সঙ্গে প্রভোস্ট অধ্যাপক শামসুল আলমকে হল থেকে অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীকে আগামী তিন দিনের মধ্যে যে কোনো হলে সিট বরাদ্দ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি তাকে পছন্দমতো যে কোনো হলে সিট দিতে ও ক্লাসে ফেরাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, ফুলপরী খাতুনের আপত্তিকর ভিডিও যে মোবাইল ফোন দিয়ে ধারণ করা হয়েছিল, সেটি সংগ্রহ করে আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে এ

(৬ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

- প্রভোস্টকে প্রত্যাহারের আদেশ
- 'কিছু খারাপ লোক ছাত্র রাজনীতির গৌরব নষ্ট করছে'

র‍্যাগিং ফৌজদারি অপরাধ

সাময়িক বহিষ্কৃত অন্তরা, তাবাসসুম, মিমি, ঊর্মি ও মোয়াবিয়া

৫ ছাত্রী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে ইবি ফুলপরীসহ অন্য শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দিতে কুষ্টিয়ার এসপি ও পাবনার এসপিসহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। বুধবার এ বিষয়ে এক আবেদনের শুনানি শেষে বিচারপতি জেবিএম হাসান ও রাজিক আল জলিলের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন। এ সময় রায়ের পর্যবেক্ষণে হাইকোর্ট বলেন, কিছু উচ্ছৃঙ্খল (শিক্ষার্থী) দলীয় ভাবমূর্তি ও ছাত্ররাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস নষ্ট করছে। সেটিকে ধ্বংস করার জন্য কিছু খারাপ মানুষ রাজনৈতিক দলের নাম ব্যবহার করে র‍্যাগিংসহ অসামাজিক কাজ করে আসছে। এগুলো দুঃখজনক। এটা চলতে দেয়া উচিত নয়। বুধবার বিচারপতি জেবিএম হাসান ও বিচারপতি রাজিক-আল-জলিলের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। এ বিষয়ে পরবর্তী আদেশ দেওয়ার জন্য আগামী ৮ মে দিন নির্ধারণ করেছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে ছাত্র রাজনীতির নামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিংয়ের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন হাইকোর্ট। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিংকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে অভিহিত করে এ ধরনের ঘটনা বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করেছেন হাইকোর্ট। আদেশের সময় আদালতে ছিলেন রিটকারী আইনজীবী গাজী মো. মোহসীন, আইনজীবী কেএম সাইফুদ্দিন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেল তুষার কান্তি রায়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী শাহ মঞ্জুরুল হক। আদালত ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেলকে ফুলপরীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে এবং তাকে

বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যেতে ও দ্রুত তার অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার নির্দেশ দিতে বলেছেন। ফুলপরী খাতুনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কুষ্টিয়া ও পাবনার পুলিশ সুপারদেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ঘটনার সাক্ষীদের নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি ফুলপরীকে নির্যাতন ও লাঞ্ছিত করার ঘটনা রেকর্ড করা মোবাইল ফোন উদ্ধার এবং ভিডিও ফুটেজ এই আদালতে জমা দিতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। ইবি উপাচার্যকে ৮ মের মধ্যে এই নির্দেশনা মেনে প্রতিবেদন দিতে বলেছেন। একই সঙ্গে ওই ৫ শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার সময় তারা উপস্থিত থাকতে পারবেন। এ ছাড়া ইবি কর্তৃপক্ষকে ভুক্তভোগী ছাত্রী ফুলপরী খাতুনের জন্য তার নিজের পছন্দের যেকোনো হলের যেকোনো কক্ষে একটি আসন বরাদ্দ দিতে বলা হয়েছে। যাতে তিনি ক্লাস ও একাডেমিক কার্যক্রম পুনরায় শুরু করতে পারেন। পাশাপাশি প্রত্যক্ষদর্শীদের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। তদন্ত কমিটির জমা দেয়া প্রতিবেদন অনুয়ায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এদিকে হাইকোর্ট তার পর্যবেক্ষণে বলেছেন, ছাত্ররাজনীতির যে গৌরবোজ্জ্বল অতীত রয়েছে, সেটিকে ধ্বংস করার জন্য কিছু খারাপ মানুষ রাজনৈতিক দলের নাম ব্যবহার করে র‍্যাগিংসহ অসামাজিক কাজ করে আসছে। এগুলো দুঃখজনক। এটা চলতে দেয়া উচিত নয়। আমরা গণমাধ্যম থেকে দেখেছি যে, কিছু অবাধ্য শিক্ষার্থী তাদের রাজনৈতিক পরিচয় ব্যবহার করে অপ্রীতিকর ঘটনায় অংশ নিচ্ছে, যা ছাত্র রাজনীতির গৌরবময় ইতিহাসকে কলঙ্কিত করছে।

ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। কলেজজীবন পেরোনোর সময় তারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভেতরে ঢুকে নিষ্পাপ শিক্ষার্থী, বিশেষত নবাগতদের নির্যাতন করে।